গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা ও দায়রা জজ আদালতের কার্যালয়, রাজশাহী
(প্রশাসন শাখা)

rajshahi.judiciary.gov.bd

আদেশ নং- ৮৭/২৫-জি,

তারিখঃ ১২ আষাঢ় ১৪৩২ / ২৬ জুন ২০২৫

রাজশাহী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসীর তৃতীয় সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত বেঞ্চ সহকারী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করিয়াছেন।

উক্ত জবাবে তিনি মূলতঃ তিনটি বিষয়ের অবতারণা করিয়া অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

তাহার প্রথম দাবী হইল এই যে, তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শৃংখলা শাখা- ২ এর বিগত ৩০/৬/২০২২ ইং তারিখের একটি পরিপত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করিয়া বিভাগীয় মামলাটিকে আইনসংগত নহে বলিয়া দাবী করেন।

নিম্নস্বাক্ষরকারী উপরোক্ত পরিপত্রের ফটোকপি পর্যবেক্ষণে দেখিতে পান যে, উক্ত পরিপত্রের ৩(খ) দফায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, প্রশাসনিক/প্রাথমিক তদন্তকারী কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রপক্ষে নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে না। কিন্তু যদি কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রপক্ষে নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয় তাহা হইলে যে কোন বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বেআইনী হিসাবে বিবেচিত হইবে তাহা উক্ত পরিপত্রে উল্লেখ নাই। কাজেই উপরোক্ত নির্দেশনাটিকে কোনভাবেই বাধ্যতামূলক (mandatory) নির্দেশনা হিসাবে গণ্য করার সুযোগ নাই। তবে তাহা নির্দেশনামূলক (directory) হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। কাজেই জেলা জজ আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রপক্ষে নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করায় কোনভাবেই এই বিভাগীয় মামলার কার্যক্রমকে বেআইনী বলিয়া দাবী করার কোন আইনগত সুযোগ নাই।

অভিযুক্ত কর্মচারীর দ্বিতীয় দাবী হইল এই যে, ২০১৮ সনের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা আনয়নের পূর্বে প্রাথমিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠান করা হইলে এই বিভাগীয় মামলার সূত্রপাত হইত না। কিন্তু তিনি উপরোক্ত বিধিমালার কোন্ বিধি অনুযায়ী প্রাথমিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতে পারেন নাই। তদুপরি অভিযুক্ত কর্মচারী যে আদালতে কর্মরত ছিলেন সেই আদালতের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। একইভাবে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ও তাহাকে উক্ত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী দুই বার কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়াছে। ফলে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করায় তাহার উপরোক্ত দাবীকে আমলে নেওয়ার কোন আইনগত সুযোগ আছে বলিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রতীয়মান হয় না।

অভিযুক্ত কর্মচারীর তৃতীয় দাবী হইল এই যে, তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রাষ্ট্রপক্ষের কোন সাক্ষীই সাক্ষ্য প্রদান না করায় তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ হয় নাই। কিন্তু তাহার ঘুষ গ্রহণের ভিডিও ক্লিপটি একটি ডিজিটাল রেকর্ড বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড হিসাবে আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য যাহা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে পাওয়া গিয়াছে যাহার আইনগত গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। এই ক্ষেত্রে ৩৭ ডি. এল. আর এর ২৭৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খালেদা আখতার বনাম রাষ্ট্র মামলার উল্লেখ করা যাইতে পারে যেখানে মহামান্য হাই কোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন যে, Evidence Act অনুযায়ী একটি ভিডিও টেপ একটি দলিল এবং তাহা অন্যভাবে কোন মামলা বা বিভাগীয় মামলার বিচারের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হইলে তাহা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য (A video tape is a document within the meaning of the Evidence Act and is admissible if otherwise relevant in course of a trial or proceeding)। তাহা ছাড়া ভিডিও ক্লিপটি যে জাল বা অন্য কোন অবৈধ পন্থায় সৃষ্ট তাহা ও প্রমাণিত হয় নাই। যদি ও অভিযুক্ত কর্মচারী বার বার বলার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভিডিও ক্লিপটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নীতিমালা অনুযায়ী প্রকাশিত হয় নাই ও তাহা এডিট করা তথাপি ও তিনি তাহার উক্ত দাবী বা অভিযোগের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া ও নিম্নস্বাক্ষরকারী বার (১২) বার ভিডিও ক্লিপটি সর্তকভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাইয়াছে যে, অভিযুক্ত কর্মচারী উৎকোচ গ্রহণে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ্য এবং জামিননামা দাখিলের জন্য ঘুষ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহাকে এতটুকু ভীত বা বিচলিত মনে হয় নাই। অধিকন্তু, ভিডিও ক্লিপটি দেখিলে একজন সাধারণ মানুষ ও বুঝিতে পারিবেন যে, ঘুষ গ্রহণ যেন অভিযুক্ত ব্যক্তির দৈনিককার আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব কারণ তিনি অত্যন্ত আয়েশী ভঙ্গিতে অবিচলিত ও নির্ভিক চিত্তে ঘুষ গ্রহণ করিতেছেন। তদুপরি তিনি যে পেশাগতভাবে উৎকোচ

গ্রহণে অভ্যস্ত তাহা ও ভিডিও ক্লিপটি পর্যবেক্ষণ করিলে যে কোন সাধারণ মানুষ নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারিবেন যে, তিনি অপরাধটি সাহসের সহিত সংঘটন করিয়াছেন।

অভিযুক্ত কর্মচারী ব্যক্তিগত শুনানীতে বিগত ১২/৫/২০২৫ ইং তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অকপটে স্বীকার করেন যে, তিনি চাকুরী জীবনের শুরু হইতে বিভিন্ন সময়ে অফিসের কিছু আনুষঙ্গিক খরচ বহন যেমনঃ কাগজ, কলম ক্রয়, জেল খানায় জামিননামা প্রেরণ, বিভিন্ন অফিসে পত্র প্রেরণের জন্য পিয়ন/জারীকারকের যাতায়াত ভাড়া প্রদানের জন্য মামলার পক্ষগণের নিকট হইতে তাহারা খুশি হইয়া যে অর্থ প্রদান করেন তাহা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। তাহার উপরোক্ত স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে যে, তিনি একজন স্বভাবজাত উৎকোচ গ্রহণকারী (Habitual bribe receiver)। তাহা ছাড়া ও মামলা চলাকালীন সময়ে তিনি দুইবার নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত ব্যক্তিগতভাবে দেখা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যাহা সম্পর্কে নিম্নস্বাক্ষরকারীর আদালতের বেঞ্চ সহকারী জনাব আবুল কালাম আজাদ, জারীকারক জনাব মোঃ সাদিকুল ইসলাম ও ক্যাশিয়ার জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন অবগত আছেন। সর্বশেষ বিগত ২৩/৬/২০২৫ ইং তারিখ তিনি দুই জন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিবের মাধ্যমে মামলার দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্তির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট তদ্বির করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি উপরোল্লিখিত অপরাধ সংঘটন না করিতেন তাহা হইলে তিনি উপরোল্লিখিত বেআইনী ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করিয়া সাহসের সহিত মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। ফলে মহামান্য হাই কোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত পেন ড্রাইভে রক্ষিত ভাইরাল হওয়া ভিডিও ক্লিপ, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মচারী কর্তৃক নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রদত্ত মৌখিক স্বীকারোক্তি ও তাহার উপরোল্লিখিত অবৈধ ও বেআইনী কার্যকলাপ ও প্রচেষ্টা প্রমাণ করে যে, তিনি ২০১৮ সনের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(ঘ) বিধিতে বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন। তদুপরি তাহার ঘুষ গ্রহণ সংক্রান্ত ভিডিও ক্লিপটি মহামান্য হাই কোর্ট বিভাগের গোচরীভূত হইলে উক্ত বিভাগ তাহা আমলে নিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তদন্ত করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ফলে উপরোল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, অভিযুক্ত কর্মচারীর দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব আদৌ সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় এবং তাহার বিরুদ্ধে ২০১৮ সনের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(ঘ) বিধিতে বর্ণিত "দুর্নীতি পরায়ণ হওয়ার" অপরাধটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে উপরোক্ত বিধির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হইল। অভিযুক্ত কর্মচারী দ্বারা সংঘটিত অপরাধটি মারাত্মক ও গুরুতর প্রকৃতির যাহা সমাজে বিচার বিভাগের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করিয়াছে। ফলে মামলার নথিতে সংযুক্ত কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ ও সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মচারীকে একই বিধিমালার ৪ বিধির ৩(১)(ঘ) উপ-বিধিতে বর্ণিত "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)" গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে

রাজশাহী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসীর তৃতীয় সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বরখাস্তকৃত বেঞ্চ সহকারী জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ২০১৮ সনের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(ঘ) বিধিতে বর্ণিত "দুর্নীতি পরায়ণ হওয়ার" অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে একই বিধিমালার ৪ বিধির ৩(১)(ঘ) উপ-বিধিতে বর্ণিত "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" (Dismissal from service) শাস্তি প্রদান করা হইল।

তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করায় (Dismissal from service) তিনি খোরাকী ভাতা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ প্রাপ্ত হইবেন না। তবে তিনি তাহার জি. পি. ফান্ডে জমাকৃত সমুদয় চাঁদা সুদসহ তুলিয়া নিতে পারিবেন।

এই আদেশ আগামী ২৯/৬/২০২৫ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হউক।

২৭/৬/২০২৫

(গোলক চন্দ্র বিশ্বাস),
সার্ভিস আইডি নং- ১৯৯৪১১৩০২২,
সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ,
রাজশাহী।

স্মারক নং- ২৬০/২৫-জি ,

তারিখ: ১২ আষাঢ় ১৪৩২ / ২৬ জুন ২০২৫

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হইল:

১। মাননীয় সচিব,
আইন ও বিচার বিভাগ, আইন,
বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল,
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা,
৩। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী,
৪। ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, হিসাব বিভাগ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, রাজশাহী,
৫। বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রাজশাহী,
৬। মোঃ নজরুল ইসলাম, বেঞ্চ সহকারী (সাময়িক বরখাস্ত), চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, রাজশাহী ও
৭। অফিস কপি।

(মোঃ ফজলে রাব্বী),
প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
জেলা ও দায়রা জজ আদালত,
রাজশাহী